অল-ইন-ওয়ান কমপিউটার

মেহেদী হাসান

সময়ের সাথে তাল রেখে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে ডেস্কটপ কমপিউটারের চল উঠে গেছে বললেই চলে। সে জায়গায় স্থান করে নিয়েছে ল্যাপটপ কমপিউটার। কারণ ল্যাপটপ সহজে বহনযোগ্য। পার্সোনাল কমপিউটারের যাত্রা শুরু হয়েছিল ডেস্কটপ কমপিউটারের হাত ধরেই। তাই তরুণ প্রজন্মের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন ধরনের ডেস্কটপ কমপিউটার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এই নতুন ধাঁচের কমপিউটারগুলোই অল-ইন-ওয়ান নামে পরিচিত।

ডেস্কটপ কমপিউটার বলতে মনিটর, সিপিইউ, স্পিকার, মাউস, কিবোর্ডসহ টেবিলভর্তি যে বিশাল আয়োজনের কথা মাথায় আসে অল-ইন-ওয়ান সম্পূর্ণ তার উল্টো। নাম থেকেই ধারণা করা যায় অল-ইন-ওয়ান হচ্ছে একের ভেতর সব এমন একটি কমপিউটার। অল-ইন-ওয়ানে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র‌্যাম, হার্ডডিস্ক, গ্রাফিক্সকার্ডসহ সিস্টেম ইউনিটের যাবতীয় হার্ডওয়্যার এবং স্পিকার মনিটরের পেছনে সংযুক্ত থাকে। এতকিছু সংযোজনার পরও একটি এলসিডি মনিটরের সমপরিমাণ জায়গায় সম্পূর্ণ কমপিউটারটির স্থান সঙ্কুলান হয়ে যাচ্ছে। ইনপুট ডিভাইস হিসেবে মাউস এবং কিবোর্ড যুক্ত করলেই অল-ইন-ওয়ান কমপিউটারটি ব্যবহারোপযুক্ত হয়ে যায়। অল-ইন-ওয়ান একই সাথে সহজে বহনযোগ্য, নির্ঝঞ্ঝাট এবং বিদ্যুৎসাশ্রয়ী। অপেক্ষাকৃত নতুন প্রযুক্তির এই অল-ইন-ওয়ান কমপিউটারগুলোর যাত্রা অনেক আগেই হয়েছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাপলের প্রথম উপহার ম্যাকিনটোশ কমপিউটারের সব যন্ত্রাংশ একটি বাক্সের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল।

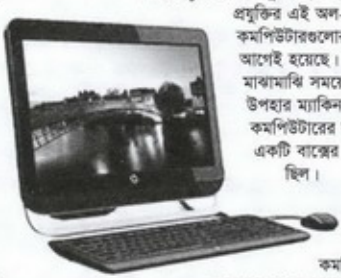

অল-ইন-ওয়ান কমপিউটারগুলোকে নতুন করে জানবার সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বখ্যাত কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিউলেট-প্যাকার্ড, যা এইচপি নামে বেশি পরিচিত। কমপিউটার প্রযুক্তিতে একের পর এক চমকের পর কমপিউটারপ্রেমীদের জন্য তাদের নতুন সংযোজন চমৎকার ডিজাইন ও কনফিগারেশনের অল-ইন-ওয়ান কমপিউটারগুলো। সেই সাথে হালের ফ্যাশন হিসেবে এইচপির অল-ইন-ওয়ান সিরিজের নতুন কমপিউটারগুলোতে যুক্ত হয়েছে টাচস্ক্রিন সুবিধা। ফলে কাজের সুবিধার্থে অফিস ও বাসায় অনেকেই এইচপির এই কমপিউটারগুলো তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রাখছেন। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষদের এগিয়ে রাখতে এইচপি বাংলাদেশের বাজারেও নতুন কিছু মডেলের অল-ইন-ওয়ান কমপিউটার ছেড়েছে। এবার জেনে নেয়া যাক নতুন মডেলের এই অল-ইন-ওয়ান কমপিউটারগুলো সম্পর্কে।

এইচপি অল-ইন-ওয়ান পিসি ওমনি ১২০-১০২৯আই : দ্বিতীয় প্রজন্মের কোর আই৩-২১২০ ৩.৩ গিগাহার্টজ প্রসেসর কমপিউটারটিকে একই সাথে দ্রুতগতির এবং শক্তিশালী করেছে। সাথে রয়েছে প্রসেসরের মানানসই ইন্টেল এইচ৬১ এক্সপ্রেস সিরিজের মাদারবোর্ড ও ডিডিআর৩ প্রযুক্তির ২ গিগাবাইট র‌্যাম। ফলে মাল্টিমিডিয়াসহ যেকোনো কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করতে পারবেন এই পিসি দিয়ে। ***এইচপি অল-ইন-ওয়ান পিসি ওমনি ৫২০-১০৮৮ডি :*** সব ধরনের ব্যবহারকারীর কথা মাথায় রেখেই এইচপি তাদের অল-ইন-ওয়ান পিসিগুলো বাজারজাত করেছে। অফিস ও হোম ইউজারদের টুকটাক কাজের পাশাপাশি পেশাদার গ্রাফিক্স ও গেমারদের জন্য অল-ইন-ওয়ান সিরিজের পিসি এইচপি ওমনি ৫২০-১০৮৮ডি। ৬ মেগাবাইট ক্যাশ মেমরিসহ ইন্টেলের দ্বিতীয় প্রজন্মের শক্তিশালী প্রসেসর কোর আই৫-২৪০০এস ৩.১০ গিগাহার্টজ থাকছে এই কমপিউটারটিতে। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে ইন্টেল এইচ৬১ এক্সপ্রেস চিপসেট। এছাড়াও আছে ***এইচপি অল-ইন-ওয়ান পিসি ১২০-১০০৭আই***।

এইচপির পার্সোনাল সিস্টেমস গ্রুপের চ্যানেল মার্কেটিং ম্যানেজার প্রতাপ কুমার সাহার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কমপিউটার জগৎ মেগা কুইজ প্রতিযোগিতা ২০১২-এর ২য় পর্বের লটারির বিজয়ীরা হলেন :

১ম : *মোহাম্মদ আশরাফুল হুদা*, সিনিয়র অফিসার, এক্সিম ব্যাংক লি., বিশ্বনাথ শাখা, সিলেট।
২য় : *ফাতেমা ইয়াসমিন (নীলা)*, সরুই, সম্মিলনী স্কুল রোড, বাগেরহাট।
৩য় : *সাদাফী জান্নাত*, ১৫৪/৩-এ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
৪র্থ : *হুমায়ুন কবীর*, গ্রাম : ভ্যানলা, পোস্ট : জিয়ানগরহাট, থানা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।
৫ম : *মো: মনজুরুল ইসলাম*, জালাল কমিশনার লেইন, হাজীপাড়া, উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৬ষ্ঠ : *চন্দ্রশিখর দেবনাথ*, প্রযত্নে : স্টুডিও মা, ৪৬৪/১, পশ্চিম রামপুরা, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
৭ম : *রুহুল কাদের নোমান*, গ্রাম : দক্ষিণ বুড়িপুকুর, পোস্ট : চিরিঙ্গা সি.সি., চকরিয়া, কক্সবাজার।
৮ম : *শরিফুজ্জামান সরকার শুভ*, বাড়ি-৯, রোড-২, বাঁশেরপুল, ডেমরা, ঢাকা।
৯ম : *ফখরুল কবির*, আসমা ভিলা, ১৫৭১ কে. বি. আমান আলী রোড, বাকলিয়া, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
১০ম : *মো: জাকারিয়া হাসান*, কাস্টম বিল্ডিং, হাজীপাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।